কোটচাঁদপুরে পরিত্যক্ত ভবনে বসবাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তর

১৬ মাস হল পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়েছে কোটচাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন। এরপরও ওই পরিত্যক্ত ভবনেই বসবাস করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। কোন দূর্ঘটনার দায় দায়িত্ব নিতে চান না উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ১৯৮০ সালে ১ লা আগষ্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান। ওই সময়ই নির্মিত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাস ভবনটিও এমনটাই জানা গেছে। সেই থেকেই ভবনটিতে বসবাস করে আসছিলেন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা। ৪৩ বছর পর জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঝিনাইদহের স্মারক নং-১৯৪; তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২৩ ইউএনও ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার জন্য চিঠি দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।

এরপর গেল ৩০ মে ২০২৩ সালে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। নির্দেশ দেয়া হয় সকল বিধি-বিধান পরিপত্র/সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নিলামে বিক্রয়ের। দীর্ঘ ১৬ মাস পার হয়ে গেলেও নিলাম করা হয়নি ভবনটি। এদিকে ঝুঁকিপূর্ন পরিত্যক্ত ওই ভবনেটিতে বসবাস করছেন বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, ভবনে বসবাস করার জন্য একটা রেজুলেশন করা আছে আমি দেখছিলাম। তবে ওই রেজুলেশনটি করা আমি আসার আগে। আর ভবনটি কনডেম করা আছে এটাও আমি জানি। বিষয়টি নিয়ে ওনার সাথে আলোচনাও হয়েছে, কিভাবে কি করা যায়। ওনি আমাকে বলেছেন,ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো আছে। কিছু সার্ভেসিং করিয়ে বসবাস করছেন বলে আমাকে বলেন।

তিনি বলেন,যেহেতু ভবনটি কনডেম ঘোষনা করা হয়েছে, সেহেতু ওনার ওই ভবনে থাকাটা নিরাপদ নয়। তারপরও ওনি স্বেচ্ছায় ভবনটিতে থাকছেন। হঠাৎ যদি ওই ভবনে কোন দূর্ঘটনা ঘটে যায়,তাঁর দায়ভার আমার না নেয়া উচিত। এরপরও উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে আমি দায় এড়াতে পারি না।

এ অবস্থায় আপনি কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আসলে ওনারা প্রশাসনের লোক। ওনার তো একটা নিরাপদ জায়গারও দরকার আছে। আর নতুন ভবনের বরাদ্ধ আসা না আসা নিয়ে কোন নির্দেশনা আমার কাছে নাই। এরপরও আমি বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী মহাদয়ের সঙ্গে আলাপ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ইউএনও ভবনটি কনডেম ঘোষনা করা হয়েছে। তবে আমি কোন ঝুঁকি মনে করছি না। আর মরে গেলে তো আমিই মারা যাব। এটাতে তো কারোর কোন সমস্যা নাই।

তিনি বলেন,কনডেম করা ভবনে কোন পে করা লাগে না। এরপরও কিছু টাকা পে করেই আমি ওই ভবনে বসবাস করে আসছি। এ ছাড়া ভবনে থাকার জন্য একটা রেজুলেশন করা আছে। তিনি আরো বলেন,ভবনটি ভাল আছে। তারপরও আগের ইউএনও কনডেম করে গেছেন। কি কারনে করেছেন আমার জানা নাই। উছেন মে বলেন,ভবনটি কনডেম করে ওনি বাইরে বাসা নিয়ে থাকতেন। ওই ভাবে থাকাটা আমার জন্য একটা বিব্রতকর। আর নির্বাচনের কারনে নিলাম প্রক্রিয়া করা হয়নি। তবে খুব দ্রুত এ প্রক্রিয়া করা হবে।

প্রতিবন্দী জহুরাকে দেখতে গেলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সংবাদ প্রকাশের পর প্রতিবন্দী জহুরাকে দেখতে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। আশ্বাস দেন সব ধরনের সহায়তার। গতকাল রবিবার(১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জহুরার ঝুপড়ি দেখত যান তিনি। গতকাল ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিবন্দী জহুরাকে নিয়ে বেশ কিছু পত্রিকা ও অনলাইন পোটালে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদে তুলে ধরা হয় প্রতিবন্দী জহুরার জীবন জীবিকা ও তাঁর বাস্তব চিত্র।

বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে র। রবিবার দুপুরে তিনি জহুরাকে দেখতে ছুটে যান কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর দাসপাড়ার সড়কের পাশে বসবাস করা ঝুপড়িতে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল মাওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম ও তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন, দুই জন গণমাধ্যম কর্মী সহ জহুরার দেখা- শোনা করা রুমা খাতুনের সঙ্গে।
উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী জহুরা খাতুন (৫৮)। ৩০ বছর আগে স্বামী মারা যায়। এরপর ভিক্ষা বৃত্তি করে মানুষের কাছ থেকে চেয়ে মেয়েটিকে বড় করেন। এরপর বিয়ে দেন তাকে। গেল ২ বছর আগে সেও মারা যায়। হারিয়ে ফেলে জহুরা শারিরীক শক্তি ও মনোবল। এরপর গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়ে সে।

ভিক্ষা বৃত্তি ও করতে পারেন না। এ সময় সলেমানপুর দাসপাড়ার ৪ জন নারী পাশে দাড়ান জহুরার। যার মধ্যে রয়েছে রুমা বেগম,রাহেলা বেগম,সাজেদা বেগম ও পারভিনা বেগম। তারা স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে টিন আর বেড়া চেয়ে এনে পরের জায়গায় রাস্তার পাশে থাকার ঝুপড়ি ঘরটি বানিয়ে দেন।

যার মধ্যে বসবাস করেন জহুরা। খাবার আর ওষুধের ব্যবস্থাও করেন তারা। কয়েক দিন ধরে অবিরাম বর্ষণে ডুবে গেছে রাস্তা ঘাট। সেই সাথে পানিতে ডোবার উপক্রম হয়েছে জহুরার ঝুপড়ি।

বিষয়টি নিয়ে ১৬ তারিখের বেশ কয়েকটি পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশিত হয় সংবাদটি। এরপর রবিবার তাকে দেখতে যান নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে । আশ্বাস দেন সব ধরনের সহায়তার। তিনি বলেন, জহুরা ও তাঁর ঘরটি আমরা স্বজমিনে দেখে গেলাম। স্যারের সঙ্গে কথা বলে দেখি ওনার জন্য কি করা যায়। ওই সময় তিনি প্রতিবন্দী জহুরার ঝুপড়িতে আলোর ব্যবস্থাও করতে বলেন সংশ্লিষ্টদের।

কোটচাঁদপুর কপোতাক্ষ নদে

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অভিযান

কপোতাক্ষ নদে অভিযান পরিচালনা করছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। আজ শুক্রবার সকালে এ অভিযান চালান তিনি। এ সময় নদ থেকে অবৈধ্য চায়না দোয়াড়ি ও পাটাবাদ অপসারন করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর কালীতলা মন্দিরের নিচে কপোতাক্ষ নদে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। এ সময় নদ থেকে ১৫ টি অবৈধ চায়না দোয়াড়ি ও একটি পাটাবাদ অপসারন করেন।

এরপর তা পুড়িয়ে নস্ট করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার,কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেনসহ সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার বলেন,ওই বাদ গুলো অপসারণ করা হয়নি। বাদ নিয়ে এমপি স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে। নদে দেয়া আড়াআড়ি বাদ তুলে দিয়ে পানচিং পদ্ধতিতে চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,নদ থেকে অবৈধ্য চায়না দোয়াড়ি অপসারন ও পাটাবাদ পুড়িয়ে নস্ট করা হয়েছে। এর বিস্তারিত সিনিয়র মৎস কর্মকর্তার কাছে আছে।

ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিন। সম্প্রতি নদে নেতা-কর্মীদের দেয়া বাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,আপনারা তো ডিসি স্যারের বক্তব্য শুনেছেন। সেটাই করা হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো বাল্যবিয়ে

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহ বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের আফসানা মিমি (টিয়া)। সে এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। টিয়ার বয়স ১৫ বছর ৫ মাস হলেও বৃহস্পতিবার তাঁর বিয়ের আয়োজন করন অভিভাবকরা। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

এ সময় আফসানা মিমি টিয়ার ভাই ফয়সাল হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন তিনি। জরিমানার সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম। টিয়া কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের মেয়ে।

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে, উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম এ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপনের

সভাপতিত্বে, দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) আবু সাইদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দীন, পিআইও নাহিদা ইসলাম প্রমুখ।